ভূমিকা

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আদাদ খালক্বিহি, ওয়া রিদ্বা নাফসিহি, ওয়া যীনাতা আ'রশিহি ওয়া মীদাদাহ কালিমাতিহ- আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্টি বস্তুসমুহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তুষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ অসংখ্যবার।

শুরুতের হৃদয়ের সমস্ত আবেগ হতে অগণন কৃতজ্ঞতা সেই মহামহিমের দরবারে, যিনি আমাকে এই বইটি শুরু ও শেষ করার তৌফিক দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এটি আমার লিখিত সপ্তম বই।

গুণীজনেরা বলেন, মানব সভ্যতার উৎকর্ষতা যখন উল্কার গতিতে উর্ধ্বে ধাবমান, ঠিক তখনই তাঁর চাইতেও দ্বিগুণ বেগে পতন ঘটছে মানবীয় চরিত্রের সুন্দরতম আচরণের। এরই ধারাবাহিকতায় আমানতদারীতার সুপ্রিয় আচরণ যখন আজ হারিয়ে যাচ্ছে আমানতহীনতার আদলে, বিশ্বস্ততা লুকোচ্ছে বিশ্বাসহীনতার গহীনে, সত্যবাদিতা হারাচ্ছে মিথ্যার ফানুসে। এমনি এক দিন বদলের হাওয়ায় স্বার্থের কাছে নতি স্বীকার করে বদলাতে দেখছি চারপাশের অনেক চিরচেনা মুখ। বহমান দুঃসময়ের এই লুহাওয়া যখন মানসিক দ্বন্দ্বমুখর এক চরম সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ঠিক তখনই বারে বারে থেমে যেয়েও মহান প্রভুর অপার করুণায় এই বইয়ের লিখনী শেষ করা।

খুব সহজ একটি বিষয় নিয়ে এই বইয়ের ভেতরকার লিখনী। শুধু চেষ্টা করেছি শিশুকাল হতেই জেনে আসা খুব চিরচেনা একটি বিষয়কে পাঠকের সামনে বরাবরের মত আমার নিজস্ব চিন্তার আলোকে একটু ভিন্ন ভাবে তুলে ধরতে। যাতে আমাদের ঘুমিয়ে পড়া বিবেকের মাঝে নতুন স্পন্দন তৈরী হয়।

পাঠকদের ভালো লাগা ও নেক দোয়া কামনা করছি।

সেই সাথে সেই প্রিয় মানুষগুলোর জন্যেও মহান রবের দরবারে অফুরন্ত প্রতিদানের দরখাস্ত জানাচ্ছি, যারা আমাকে কলমের সাহায্য ঘুমন্ত বিবেকের দরজায় কড়া নাড়ার এই কাজকে চালিয়ে যেতে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

নূর আয়েশা সিদ্দিকা (বিউটি)
জেদ্দা, সৌদি আরব
২০-৭-২০১৮
noor.siddiqua79@gmail.com

সূচি পত্র

প্রশ্নপত্র ফাঁস # ০৭
কবরের ৪টি প্রশ্ন # ০৮

১. প্রথম প্রশ্ন- তোমার রব কে? # ১০
   ক. মালিক ও প্রভু # ১১
   খ. অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, সংরক্ষণকারী # ১২
   গ. রক্ষণাবেক্ষণকারী # ১৪
   ঘ. সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী # ১৬
২. দ্বিতীয় প্রশ্ন- তোমার নবী কে? # ২৩
৩. তৃতীয় প্রশ্ন- তোমার দীন কি? # ২৭
৪. চতুর্থ প্রশ্ন- তুমি এসব উত্তর কি করে জেনেছো? # ৩৩
শেষকথা # ৩৬

প্রশ্নপত্র ফাঁস

পরীক্ষায় পাশের জন্য সব পরীক্ষার্থীরই চেষ্টা থাকে। তাই যদি কোন কারণে পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাবার মত ঘটনা ঘটে তাহলে তো কথাই নেই। শুধু মেধাবীরাই নয়। বরং সব পরীক্ষার্থীরাই চেষ্টা করে সেই প্রশ্নপত্রের আলোকে প্রস্তুতি নিতে। ফলে দেখা যায় সে বছর পরীক্ষায় পাশের হার যেমনি বাড়ে, তেমনি ভালো রেজাল্টের পরিমাণও অনেক বেড়ে যায়।

আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, একই অবস্থায় আমাদের আখেরাতের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি কি রকম? আমরা জানি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। তাই কবরে কয়টি প্রশ্ন করা হবে এবং কি কি? তা আল্লাহ আগেই ফাঁস করে দিয়েছেন আমাদের জন্যে। যাতে আমরা ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি। শুধু তাই নয়। দুনিয়ার জীবনে চলার পথে কি কি আমাদের করণীয়, আর কি কি করা উচিত নয় তাও আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া কারা হাশরের ময়দানে এ প্লাস পাবে? কারা ফেল করবে? কাদেরকে কোন্ ধরণের পুরস্কার দেয়া হবে? আর কোন্ ধরণের শাস্তি দেয়া হবে, সবই আল্লাহ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের জন্যে। এখন বলুন, প্রশ্নপত্র আগেই ফাঁস হয়ে যাবার পরও আমরা কি প্রস্তুতি নিচ্ছি?

আরো একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু এই প্রশ্নপ্রত্র গুলো খোলা খুলি ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে উত্তর পত্রও। তার মানে আল্লাহ

রাব্বুল আলামীন চান, আমরা এই বিষয়গুলোর জন্য শুধুমাত্র ইকরার বিল লিসান বা মুখে স্বীকার নয় বরং তাসদীক বিল যিনান বা অন্তরে বিশ্বাস ও আমল বিল আরকান বা কাজে পরিণত করি। তোঁতা পাখির মত মুখস্ত করলে হবে না। প্রাক্টিক্যাল পরীক্ষা দেয়ার মত দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে নিজের জীবনে মেনে চলে দেখাতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের এক লোক এসে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কোন মুমিন সর্বোত্তম? জবাবে রাসূল (সা) বলেন, "তোমাদের মধ্য যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সে লোক আবার জিজ্ঞেস করলো, মুমিনদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান কে? জবাবে রাসূল (সা) বলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে, যে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আর মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি নেয়"। (ইবনে মাজাহ ঃ মুসতাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খন্ড পৃ. ৫৪০)

কবরের ৪টি প্রশ্ন ঃ বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, "মুমিন বান্দার কবরে ২জন ফেরেশতা আসে। তারা তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। এরপর প্রশ্ন করে- তোমার প্রভু কে? মুমিন বান্দা উত্তরে বলে, আল্লাহ আমার প্রভু। ফেরেশতাগণ আবার প্রশ্ন করে- তোমার দীন কি? মুমিন বান্দা উত্তরে বলে- আমার দীন ইসলাম। এরপর ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করে- এ ব্যক্তি যে তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিল তিনি কে? উত্তরে মুমিন বান্দা বলে- তিনি আল্লাহর রাসূল (সা)। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়- তুমি তা কি করে বুঝলে? মুমিন ব্যক্তি উত্তরে বলে- আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আকাশ হতে ঘোষণা আসে- আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা ও পোশাক নিয়ে আস এবং জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। যেখান দিয়ে তার দিকে জান্নাত হতে আলো বাতাস আসতে থাকবে। আর তার কবরকে যতদূর দৃষ্টি যায় সে পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

রাসূল (সা) বলেন, এরপর তার কাছে সুন্দর চেহারার এক ব্যক্তি খুব সুন্দর পোষাক পরে সুগন্ধি মেখে আসে এবং বলে তোমাকে আরাম ও

শান্তির সুসংবাদ। এ হল ঐ দিন যার ওয়াদা করা হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে- তুমি কে? তোমার চেহারা কতইনা সুন্দর। আর কত সুন্দর সুংবাদ নিয়ে তুমি এসেছো। তখন সে বলে- আমি তোমার নেক আমল। তখন মুমিন বান্দা বলে- হে আমার প্রভু! কিয়ামত কায়েম কর। হে আমার প্রভু! কিয়ামত দ্রুত যেন হয়। যাতে আমি আমার পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হতে পারি"। (আহমদ, আবু দাউদ, আত তারগিব ওয়াত্তারহিব, খন্ড ৪ হাদীস নং ৫২২১)

"আর মৃত ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও রাসূলের ব্যাপারে সন্দিহান হয়। অর্থ্যাৎ গুনাহগার, পাপী হয়। তাহলে সে মুনকার নাকীর ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে যা বলতে শুনেছি, আমি তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে যে, তুমি সন্দেহের উপর জীবিত ছিলে এবং সন্দেহের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছো। আর সন্দেহ নিয়েই উঠবে। এরপর জাহান্নামের দিকে একটি রাস্তা খুলে দেয়া হবে। আর তার শাস্তির জন্য এমন এক বিষাক্ত সাপ পাঠানো হবে যার কোন একটি যদি কখনো পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো তাহলে পৃথিবীতে আর কোন গাছ জন্মাতো না। এমন বিষাক্ত সাপ তাকে কামড়াতে থাকবে। এরপর জমিনকে নির্দেশ দেয়া হবে, এই বদকারের জন্য তুমি সংকীর্ণ হয়ে যাও। তখন জমীন এতটা সংকীর্ণ হয়ে আসবে যে, তার শরীরের এক পাশের হাড় অন্য পাশের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাবে"। (তাবারানী, আত তারগিব ওয়াত্তারহিব খন্ড ৪ হাদীস নং ৫২২৩)

এখন আমরা ৪টি প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করবো:

(১) তোমার রব কে?

(২) তোমার দীন কি?

(৩) মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কি জানো?

(৪) এ জবাব তুমি কি করে জেনেছো।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা তখনই দিতে পারবো যখন এগুলোর ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান থাকবে।